স্নান করি মন্ত্র কহিল রামের কানে
রামেরে কহিতে মন্ত্র শিক্ষিল লক্ষ্মনে।
সেই দৃঢ় করি শীঘ্র শিক্ষিল লক্ষ্মন
দেখি আনন্দিত হৈল যত দেবগন।
চৌদ্দ বৎসর অনাহারে থাকিবে লক্ষ্মন
এত কালে হৈবে ইন্দ্রজিতের মরন।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্বের শিক্ষা
আদ্য কাণ্ড গাইল রামের মন্ত্রদিক্ষা।

গুরুর চরনে রাম করিল প্রনাম
রাম লৈয়া বিশ্বামিত্র করিল পয়ান।
তাড়কার বনে আসি দিল দরশন
পুনর্ব্বার মুনি বলে এই দুটি গান।
এই পথে পাই গিয়ে তৃতীয় প্রহরে
এই পথে তিন দিনে যাই মোর ঘরে।
তিন প্রহরের পথের শুনহ কথন
মধ্যেতে রাক্ষসী আছে তাড়কা যে নাম।

তাড়িয়া যে ধিরে খায় যত জীবগন
কোন পথে যাইতে তোমার লয় মন।
গুরুর বচন শুনি রঘুনাথ বলে
তিন দিনের ফের তবে কেন যাবে ঘরে।
যদি সে রাক্ষসী পথে আইসে খাইতে
শত্রুর তরেতে দোষ নাহিক মারিতে।
বলিতে লাগিল বিশ্বামিত্র মুনিবর
ও পথের নামে মোর গায়ে আইসে স্বর।
তোমার মন রাম আমি না পারি বুঝিতে
মোরে লৈয়া যাহ বুঝি রাক্ষসেরে দিতে।
যখন রাক্ষসী মোরে আসিবে তাড়িয়া
আমারে এড়িয়া দোঁহে যাবে পালাইয়া।
গুরুর বচনে হাসিলেন প্রভু রাম
ব্যর্থ ধনুক ধরি আমি ব্যর্থ রাম নাম।
এক বান বই যদি দ্বিতীয় বান করি
তোমার দোহাই যদি তিন বান মারি।
এতেক প্রতিজ্ঞা যদি কৈল রঘুনাথে
তখন চলিল মুনি তাড়কা দেখাতে।

আগে রাম পাছে লক্ষ্মন মধ্যে মুনিবর
দুরে হৈতে দেখাইলেন তাড়কার ঘর ।
অঙ্গুলি বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া
পাইয়া ত্রাস মুনিরাজ যান পলাইয়া ।
রাম বলেন মুনির সংগে যাহত লক্ষ্মন
ব্যাঘ্র ভালুকে পাছে বধিয়ে জীবন ।
লক্ষ্মন বলেন রাম যোড় করি হাত
সেবক সংগেতে থাকুক প্রভু রঘুনাথ ।
শুনিলে যে সব সেই বড়ই বিষম
একেলা কেমনে হে যুঝিবে নারায়ন ।
রাম বলেন শুন ভাই ভয় নাহি মনে
কি করিতে পারে আমার রাক্ষসী পরানে ।
সংসারের রাক্ষসী যত হয় এক মেলি
লঙ্ঘিতে না পারে আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ।
মুনি লৈয়া গেল লক্ষ্মন গুহার ভিতর
তাড়কার পথেতে চলিল গদাধর ।
বাম হাটু দিল রাম ধনুর্ধর্বখানে
দক্ষিন হস্তেতে গুন দিল নারায়নে ।

আড়িয়াত পীত বস্ত্র বান্ধিলেন রাম
ধনুক হাতে দাঁড়াইল দুর্ব্বাদলশ্যাম।
গুন দিয়া দিল রাম ধনুকে টঙ্কার
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে লাগিল চমৎকার।
শুইয়া ছিল রাক্ষসী যে সুবর্ণের খাটে
ধনুক টঙ্কার শুনি চমকিয়া ওঠে।
বসিয়া রাক্ষসী সেই এক দৃষ্টে চান
দেখিল যে রামরূপ দুর্ব্বাদলশ্যাম।
ওঠিয়া চলিল সেই রামবিদ্যমান
ডাক দিয়া বলে তোমার লইব পরান।
মুনির চর্ম্ম তাহার যে গায়ের কাপড়
চলে যাইতে বস্ত্র তার করে হড়মড়।
ছোট মুনির মুণ্ড তার কর্ণের কুণ্ডল
মনুষ্যের মুণ্ড মালা গলার ওপর।
বসিতে আসন নাই ভাবে মনেমনে
তোমার চার্ম্মতে হবে বসিতে আসন।

তপস্যা করিয়া মুনির অস্থি চর্ম্ম সার
মাংস নাহিক তার সুদু খাই হাড়।
কেমন তোমার মাংস মিলাল বিধাতা
শুনিয়া হাসিল রাম তাড়কার কথা।
তাম্রবর্ণ দেখি তার গায়ের লোমাবলী
দন্ত গোটা দেখি যেন লোহার সিকলি।
হামুখ করিয়া আইসে খাইতে নরায়ন
তর্জ্জন গর্জ্জন করি বলিছে বচন।
মনুষ্য খাইয়া চেড়ি দেশ কৈলি বন
তোর ডরে পথে নাহি বহে ভাল জন।
রাম দেখিয়া রাক্ষসী যে আইল সত্বরে
চোখ২ বান এড়ে রাম গদাধরে।
রামকে দেখিয়া ক্রোধিত হইল থরেথরে
শালগাছ ওপাড়িল দিয়া হুহুঙ্কারে।
শালগাছ ওপাড়িয়া ঘন দিল পাক
দুর২ করিয়াত গাছ নিল ডাক।
তাহা দেখি রঘুনাথ এড়ে তিন বান
অস্ত্রাঘাতে গাছ কাটি কৈল তিন খান।

গাছ কাটা দেখিয়া কাঁপিয়া গেল মনে
সিংসপার গাছ ধরি ঘনং টানে।
সিংসপার গাছ তোলে রাম মারিবারে
মুখ গোটা ভেদিল রাম চোখং শরে।
আরম্ভ করি রঘুনাথ ধনুর্ব্বান যোড়ে
বৈষ্ণবী বানেতে তাকে মারে গদাধরে।
হামুখ করিয়া যায় রাম গিলিবারে
মুখ গোটা ভরিল যে চোখচোখ শরে
বানের ওপর বান বানের ঠনঠনি
আরম্ভ করিয়া মেঘে বরিষিছে পানি।
দেবগন ডাকিয়া বলিল নারায়নে
বজ্রবানে তাড়কার বধিহ জীবনে।
বজ্রবান এড়েন রাম বজ্রের শবদে
নির্ঘাত বাজিল বান তাড়কার বুকে।
বুকে বান বাজিয়া হইল অচেতন
তাড়কা পড়িল নিয়া পঞ্চাশ যোজন।
বিপরিত ডাক ছাড়ি ছাড়িল পরান
বিশ্বমিত্র মুনি বরের হরিলেক জ্ঞান।

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অতিশয়
প্রথম যুদ্ধেতে হৈল প্রভু রামের জয়।

তাড়কা মারিয়া প্রভু রাম নারায়ন
মুনির চরন গিয়া করিল বন্দন।
চেতন পাইয়া বলে গাধির নন্দন
তাড়কা মারিলে বাছা রাম নারায়ন।
রাম বলে শুরু গোসাঞি বলি তোমার তরে
তাড়কা মারিনু গোসাঞি প্রসাদ তোমারে।
মুনি বলেন শুন ওহে রাম নারায়ন
তাড়কাকে দেখি গিয়া তাড়কা কেমন।
তাড়কা দেখিতে মুনি ততক্ষনে যায়
এক পা যায় আর দুই পা পাছু যায়।
তাড়কা দেখিয়া মুনি ভাবে মনেমনে
এমন কভূ দেখি নাই বাপুর যে স্থানে।
তাড়কা মারিয়া যায় রাম নারায়ন
পবনের জন্মভূমি দিল দরশন।

মুনি বলে শুন বাপু রাম নারায়ন
এই খানে হইল ওনপঞ্চাশ পবন।
পবনের জন্মভুমি পশ্চাৎ করিয়া
অহল্যার তপোবনে ওত্তরিল গিয়া।
মুনি বলে শুন রাম কমললোচন
পাশান ওপরে তুলি দেহত চরন।
এ কথা শুনিয়া বলেন শ্রীরাম লক্ষ্মন
পাশানেতে পদ দিব কিসের কারন।
মুনি বলে ব্রহ্মা সৃষ্টি সহস্র রমনী
সভাকার রুপ ব্রহ্মা করিল খানিখানি।
সভাকার রুপে সৃজিল অহল্যা ব্রাহ্মনী
তারে বিভা করিলেন গৌতম মহামুনি।
অহল্যাকে বিবাহ করিল তপোধন
গৌতমের স্থানে পড়ে সহস্রলোচন।
মুনি গিয়াছিলেন তপস্যা করিবারে
হেন কালে আইলেন দেব পুরন্দরে।
স্বামী বলিয়া আসন দিল তার তরে
আজিকে সকালে প্রভু কেন আইলা ঘরে।

ইন্দ্র বলে তোর রূপ পড়ি গেল মনে
তপস্যা এড়িয়া ঘরে করিনু গমনে।
তোমার যৌবন মোর পড়িল অন্তরে
শায্য করহ প্রিয়া বলি তোমার তরে।
পতিব্রতা নাহি লঙ্ঘে পতির বচন
শয্যা করিয়া ঘরে করিল শয়ন।
গুরুপত্নী বলিয়া না করিল বিচার
গুরুপত্নী হরিলেন দেব পুরন্দর।
তপস্যা করিয়া মুনিরাজ আইল ঘরে
আসন জলমুনিরাজে দিল তার তরে।
মুনি বলে হে অহল্যা বলি তোর তরে
শৃঙ্গার লক্ষন কেন দেখিয়ে শরীরে।
অহল্যা বলেন প্রভু বলি তোমার তরে
আপনি করিয়া কর্ম্ম দোষ দেহ মোরে।
এ কথা শুনিয়া মনি হেট কৈল মুণ্ডে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মুনিরাজের মুণ্ডে।
ধ্যানেতে জানিলেন গৌতম মুনিবরে
জাতিনাশ কৈল মোর দেব পুরন্দরে।

ইন্দ্র২ বলিয়া ডাকিল মুনিবর
পুতি কাথে করিয়া আইল পুরন্দর ।
দিনান্তরের ভোকে পুড়িছে অন্তরে
দ্বিগুন জ্বালিল দেখি দেব পুরন্দরে ।
পড়াইয়া শুনাইয়া করিনু চেতনা
বাড়িয়া যে ভাল দিলে গুরুর দক্ষিনা ।
জানি নষ্ট বেটা তুই দেব পুরন্দর
যোনিময় হওক তোর সকল শরীর ।
অহল্যাকে শাপ যে দিতেছে মুনিবর
শাপ দিনু পাশান তোর হওক কলেবর ।
চরনে ধরিয়া মুনির করিছে ক্রন্দন
কত কালে হইবে মোর শাপ বিমোচন ।
যখন জন্মিবেন হরি দশরথের ঘরে
বিশ্বামিত্র লৈয়া যাবেন যজ্ঞ রাখিবারে ।
তোমার মাতায় পাদ দিবে নারায়ন
তখন মুক্ত হবে তুমি না কর ক্রন্দন ।
এ কথা শুনিয়া বলে লক্ষ্মন গুনমনি
কেমনে দিবেন পাদ গুনি যে ব্রাহ্মনী ।

মুনি বলে শুন বাপু রাম মহাশয়
এখন পুস্তর ও ব্রাহ্মনী যে নয়।
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন
পাতরের ওপরেতে দিল রাম চরন।
শাপে মুক্ত হৈল তার স্বর্গেতে গমন
রথে চাপি আইল গৌতম তপোবন।
অহল্যাকে দেখিয়াত হরষিত মুনি
পুনর্ব্বার করিল যে পুষ্পের ছাওনি।
শুন সভে আরে ভাই হৈয়া এক মন
আদ্য কাণ্ড গাইল অহল্যার ওপাখ্যান।

শ্রীরাম বলেন গোসাঞি করি নিবেদন
কেমনে পাইবে মুক্ত সহস্রলোচন।
মুনি বলেন শুন বাপু রাম গদাধিরে
যোনিময় হৈল ইন্দ্র সকল শরীরে।
লজ্জাযুক্ত হইলত দেব পুরন্দরে
সকল দেবতা আসি অশ্বমেধ করে।

অশ্বমেধী করিলেন দেব পুরন্দরে
যোনি ঘুচাইয়া চক্ষু হইল শরীরে।
কথা বার্ত্তা কহিয়া যান শ্রীরাম লক্ষ্মণ
গঙ্গার কূলেতে গিয়া দিল দরশন।
পাশান মুক্ত হইল কৈবর্ত্ত তাহা শুনে
নৌকা লইয়া কৈবর্ত্ত পলাইল বনে।
কৈবর্ত্ত বলিয়া মুনি ডাকে ঘনেঘনে
না আইলে ভস্ম আমি করিব এক্ষনে।
এত শুনি কৈবর্ত্তের উড়িল জীবন
আসিয়া মুনির কাছে দিল দরশন।
মুনি বলেন কৈবর্ত্ত যে বলি তোর তরে
তিন জনারে গঙ্গায় তুমি কর পারে।
কথা কহে কৈবর্ত্ত যে করিয়া বিকলি
উলিল গঙ্গার জল এক কাঁকালি।
তবে মোরে আজ্ঞা যদি কর রামচন্দ্রে
তিন জনারে পার আমি করি দিব কান্ধে।

কোথা হৈতে আনিলে পুরুষ দুই জন
পায়ের পরশে যুক্ত হইল পাশান ৷
এ কথা শুনিয়া ভয় হইল অন্তরে
চরনের ধুলায় যুক্ত হইল পাতরে ৷
নৌকা যুক্ত হয় যদি লেগে পদধুলি
কি দিয়া পুষিব আমি সব নিজ পুরী ৷
ঘরের ঘরণী মারে গালাগালি দিয়া
সে বলিবে মুনির বোলে আইলি খেলিয়া ৷
হট করিয়া প্রভু ধাইয়ে চাপে নায়
গঙ্গাজল দিয়া কৈবর্ত্ত চরন ধোয়ায় ৷
রাম লক্ষ্মন আর বিশ্বামিত্র মুনি
খেয়ায় করিছে পার গঙ্গার যে পানি ৷
রাম বলেন শুন তবে প্রানের লক্ষ্মন
বড়ই দারিদ্র কৈবর্ত্ত জানিনু এক্ষন ৷
সুধাই সুবর্নে তার নৌকাত ভরিল
শুভ দৃষ্টে প্রভু রাম কৈবর্ত্তে চাহিল ৷
গঙ্গাপার হৈল প্রভু শ্রীরাম লক্ষ্মন
মিথিলা কত দূরে আছে কহ তপোধন ৷

মুনি বলেন রাম বলি তোমার তরে
এখন মিথিলা আছে তিন ক্রোশান্তরে
পার হইয়া যান রাম সহিত লক্ষ্মণ
মুনির পত্নী আইল দেখিতে নারায়ন।
দ্বাদশ বৎসরের রাম মাতায় পঞ্চ ঝুঁটি
হেন রাম মারিবেন রাক্ষস তিন কোটি।
কোন ভাগ্যবতী পুত্র ধরিয়াছে গর্ব্ভে
কত শত পুন্য সে যে করিয়াছে পুর্ব্বে।
মুনি সব আইল রামের করিতে কল্যান
আশিস করেন সভে হাতে দুর্ব্বা ধান।
পুজিয়াত ঘরে লৈল রাম গদাধরে
যজ্ঞ অবশেষে মালা আনি দিল গলে।
সে দিন বঞ্চিল রাম কমললোচন
প্রাতঃকালেতে যুক্তি করে সর্ব্ব জন।
আমারে আনিলে গো সাঞি কোন কার্য্যের তরে
সেই কার্য্যে কর মুনি বলি তোমার তরে।
মুনি সব বলেন রাম কমললোচন
এক্ষনি করিব যজ্ঞ সকল ব্রাহ্মণ।

যেই যজ্ঞ আমরা করিব আরম্ভন
রক্তবৃষ্টি করে তখন তাড়কানন্দন।
ক্রোধ না করিহ শুন সকল ব্রাহ্মণ
ক্রোধ করিলে হবেক ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন।
রাম বলেন গোসাঞি করি নিবেদন
এই সে বেলাতে কর যজ্ঞ আরম্ভন।
রামের কথা শুনিয়া সকল মুনিবরে
খোলা কুশা লইয়াত গেল যজ্ঞস্থলে।
ব্যাঘ্রের চর্ম্মেতে বৈসে কেহ কুশাসনে
পূর্ব্বমুখ হৈয়া সভে বসিল আসনে।
সকল মুনিতে মেলি তখন বেদ পড়ে
মন্ত্রের প্রতাপ হৈতে আপনি অগ্নি জ্বলে।
যজ্ঞের যতেক ধূমা উড়য়ে আকাশে
লঙ্কায় থাকিয়া তাহা দেখয়ে রাক্ষসে।
আমরা জিয়ন্তে থাকি মুনি যজ্ঞ করে
সাজিয়া চলরে তিন কোটি নিশাচরে।
তিন কোটি রাক্ষসে মারীচ নিশাচর
সাজিয়া আইল তারা যজ্ঞের ভিতর।

কুৎসিত বাক্য বলে গাছের তলে বসি
ফল মুল কাড়িয়া খায় ভাঙ্গিত কলসি
চোরেচোরে বলেন সকল মুনিগন
এই বেলা তোমার বটে কমললোচন।
বিশ্বম্ভরমুর্ত্তি তখন হৈল নারায়ন
হাতে ধনুকে যান মারিতে রাক্ষসগন।
হাতে ধনুক করি যান শ্রীরাম লক্ষ্মন
গাছ পাতর মারে সব নিশাচরগন।
বিশ্বম্ভরমুর্ত্তি ধরি যুঝেন গদাধর
মুনির শুকান মাংস খাইল বিস্তর।
অনেক ভাগ্যে পাইল দুটি রাজার কোঙর
বানেতে পড়িল এক কোটি নিশাচর।
এক কোটি পড়িল যদি রনের ভিতরে
আর এক কোটি আইল হাতে ধনুঃশরে।
ছিরা বান ক্ষুরা বান অতিখর ধার
ইন্দ্রের অভীষ্ট বান মারিল গদাধর।

খুরুপা সুরুপা যত বান পশুপালে
রাক্ষস ওপরে পড়ে বলি মারমারে।
গলাতে নির্ম্মিত মনি মানিকের কাঁঠি
রামের বানে পড়িল রাক্ষস দুই কোটি।
আশিস করিল রামে যত মুনিগান
সভে বর মাগেন জিনুন নারায়ন।
ব্রাহ্মনের আশিষে গায়তে হৈল বল
মারং করিয়া যুঝেন দুই সহোদর।
বরুন পাশবলি বান কাল অনল
পর্ব্বত বান এড়ে আর গন্ধর্ব্ব সুন্দর।
গন্ধর্ব্ব বান তখন এড়েন গদাধরে
রামময় দেখিল সকল নিশাচরে।
আপনা আপনি সব কাটাকাটি করে
সকল দেবতা দেখি হাসয়ে অম্বরে।
রামচন্দ্র যুদ্ধ করেন কম্পিত হয় মাটি
রামের বানে পড়িল রাক্ষস তিন কোটি।
তিন কোটি পড়িল যদি রনের ভিতর
রামের ওপরে মারে চোখচোখ শর।

জর্জ্জর হইল রাম কমললোচন
ঘন২ বান মারে রাক্ষস দুই জন।
জর্জ্জর হইল বানে ঠাকুর রঘুবর
রক্ত বহিয়া পড়ে শরীর সুন্দর।
আশিস করেন রামে সকল ব্রাহ্মন
সভে আশিস করেন জিনুন নারায়ন।
ব্রাহ্মনের আশিশে বাড়িয়া গেল বল
মার২ করিয়া সাতায় রনের ভিতর।
আকর্ন পুরিয়া বান মারেন নারায়ন
আরম্ভ করিয়া যেন করিছে বরিষন।
অর্দ্ধচন্দ্র বান মারেন কি কহিব কথা
অর্দ্ধচন্দ্রে কাটেন রাম দুই পাত্রের মাতা।
দুই পাত্র পড়িল যদি রনের ভিতর
মারীচ কহিল তবে তাড়কার কোঙর।
কোথা গেল রাম কোথা গেলত লক্ষ্মন
তিন কোটি রাক্ষস মারিস তুই কোন জন।
রাম বলেন তোর মাকে মারিনু পরানে
তোরে মারিলে তোর নারী কান্দে রাত্রি দিনে।

এ কথা শুনিয়া বীর কুপিয়া গেল মনে
চোখে২ বান মারে রাম নারায়নে।
রামের ওপর বান মারি করিছে মন্ত্রনা
বৈশাখে মাসেতে যেন পড়েত ঝনঝনা।
রামচন্দ্র বান মারে হৈয়া এক মন
আরম্ভ করিয়া যেন হইছে বরিষন।
মারীচেরে রক্ষা করে যত দেবগন
মারীচ মরিলে না হয় সীতার হরন।
বজ্র বান বলি রাম করিল স্মরন
আসিয়াত বজ্র বান দিল দরশন।
বজ্র বান এড়িল রাম বজ্র যে খুড়ুকে
নির্ঘাতে পড়িল বান মারীচের বুকে।
বুকে বান বাজিয়ে নাটাই হেন ঘুরে
ডেনা ভাঙ্গা পাখি যেন ওড়ে ফিরে২।
ভুমিতে২ যায় মারীচ নিশাচর
সাত দিনে পড়িল গিয়া লঙ্কার ভিতর।
বিস্তর খাইল মারীচ ঋষি যে তপস্বী
রামের বান বাজিয়ে মারীচ হইল সন্যাসী।

আজি যদি মরিতাম জাওয়াল রামের বানে
কি করিত দস্যুবৃত্তি কি করিত ধনে।
মাতায় জটা ধরে বাকল পরিধান
শয়নে স্বপনে দেখে নিরবধি রাম।
বটবৃক্ষের তলে তপস্যা কৈল আরম্ভন
রাম বৈ মারীচের আর নাহি মন।
যজ্ঞ সমাপ্ত করেন সকল ব্রাহ্মন
আশীস করেন রামে দিয়া দুর্ব্বা ধান।
যজ্ঞ অবশেষে যেবা ফল মূল ছিল
সেই ফল মূল নিয়া রামচন্দ্রে দিল।
সেই রাত্রি বঞ্চিল রাম মুনির আশ্রমে
প্রাতঃকালে সভা করি বসিল নারায়নে।
মুনি সব মেলিয়ে যুক্তি করে সর্ব্বজন
কিবা যুক্তি দিব মোরা রাম নারায়ন।
এই অনুমান করেন সকল ব্রাহ্মন
দুঃখিত যে হইয়ে রহিল নারায়ন।
কিবে দোষ করিল আমার ভাই লক্ষ্মন
আমা এড়িয়া যুক্তি তোমরা কর কিকারন।

এতেক কহিল রাম দেবতার রাজ
লজ্জাযুক্ত হইল সব মুনির সমাজ।
মুনি বলে শুন বাছা রাম নারায়ন
স্বয়ম্বর করে জনক মিথিলা ভুবন।
যে দেখিনু আমরা তোমারে বলবান
শিবের ধনুক তুমি করিবে দুইখান।
ঙনিশ কোটি রাজা আসেছে জনকের ঘরে
তোমারা দুই ভাই চল স্বয়ম্বরস্থলে।
রাম বলেন আনিয়াছ বাপুর গোচরে
আমাকে না দেখিলে বাপু না জিয়ে অন্তরে।
এ কথা কহিলে যদি রাম নারায়ন
রামজয় ধ্বনি করি ডাকিছে ব্রাহ্মন।
হাতে ধনুক করি যান শ্রীরাম লক্ষ্মন
আগেতে পাছেতে যান সকল ব্রাহ্মন।
বিশ্বামিত্র বলেন রাম শুনহ বচন
অগ্রেতে হে যাই আমি জনকের ভুবন।
এ কথা শুনিয়া বলেন শ্রীরাম লক্ষ্মনে
আগে বার্ত্তা দেহ তুমি জনক রাজনে।

মুনিরাজ গেল যথা আছে রাজাগন
সেইখানে গিয়া মুনি দিল দরশন।
বিশ্বামিত্র দেখিয়া উঠিল সর্ব্ব জন
আইস বলিয়া দিল গৌরব আসন।
বিশ্বামিত্র বলে মুনি জনক রাজন
তোমার ঘর আইল রাম সংহতি লক্ষ্মন।
তাড়কাকে মারিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মন
অহল্যার করিল রাম শাপ বিমোচন।
কৈবর্ত্তকে বর দিল রাম নারায়নে
তিন কোটি রাক্ষস মারিল বুহ্মবানে।
হাতে ধনুকে রাম দ্বাদশ বৎসরে
দুই ভাই গিয়াছেন স্বয়ম্বর দেখিবারে।
এ কথা শুনিয়া হরিষ হৈল সর্ব্ব জনে
সীতা দেবীর বর ভাল আইল এত দিনে।
রামকে দেখিতে লোক আইল লাখেং
সংসক যায় যেবা স্ত্রী লোক রাখে।
সভে যায় দেখিতে যে লক্ষ্মন আর রাম
মিথিলার সব লোক ছাড়িল গৃহকাম।

শুভ করি বান্ধিয়াছে যাতার পঞ্চ ঝুঁটি
গলাতে নির্ম্মিত মনি মানিকের কাঁঠি।
বিশ্বামিত্র লৈয়া গেল জনকের তরে
অনুবর্জ্জে লৈয়া গেল শ্রীরাম সাদাবিরে।
হরষিত হৈয়া যান জনক নৃপবরে
মাসীতার বর আইল এত দিনের পরে।
বিশ্বামিত্র বলে শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
জনক রাজাকে সম্ভাষা করহ দুই জন।
গুরুর বচনে রাম কমললোচন
জনক রাজাকে রাম কৈল সম্ভাষন।
অনুবর্জ্জে লৈয়া গেল রাম সাদাবিরে
ঠেলাঠেলি করে লোক রাম দেখিবারে।
সকলে দেখিল রাম কমললোচন
অনুমান সব লোক করে মনেমন।
সীতা দেবীর বর আইল এত দিনে
রাম লক্ষ্মন লৈয়া গেল স্বয়ম্বরস্থানে।
এমন সময় জনক রাজা কিছু বলে
সভায় বসিয়া কথা শুনেন সকলে।

যে জন ধনুখান ভাঙ্গিবারে পারে
সীতা নামে কন্যা আমি বিভা দিব তারে ।
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন
ধনুকের ঘরে রাম করেন গমন ।
হেন কালে সীতা দেবী লৈয়া সখীগনে
অট্টালিকা ঘরে ওঠি দেখে নারায়নে ।
সীতা বলেন সখী করি নিবেদন
কোন জন রাম বল কোন জন লক্ষ্মন ।
সখীগনে সীতাকে তুলিয়া দেখান হাত
দূর্বাদলশ্যাম ওই দেব রঘুনাথ ।
এ কথা শুনিয়া সীতা ভাবে মনেমনে
পাছে হে বঞ্চিত করেন দেব নারায়নে ।
মনেং আরাধে সীতা যত দেবগন
স্বামী করি দেহ মোরে কমললোচন ।
দুই হস্ত যোড় করি স্তুতি করে সুন্দরী
শুনহ সকল দেবগন

রাম হেন গুণনিধি স্বামী করি দেহ বিধি
ওই রাম কমললোচন।
শুন রুদ্র হুতাশন আর শুন গজানন
শুন দেব মোর পরিহার
ইন্দ্র বরুন যম আর শুন ষড়ানন
মহাদেব করহ নিস্তার।
শুন মাগ ভগিরতী কর যোড়ে করি স্তুতি
শুন মাতা জগতজননী
তুমি কর্ত্তা তুমি দাতা জগতজননী মাতা
তুমি মাতা হরের ঘরণী।
মহিষাসুর আদি যত বধিলা যে কত শত
দেবগনের করিলা নিস্তার
এক দৃষ্টে সীতা চাহে রামরূপে মন মোহে
রাম বিনা গতি নাহি আর।
কমঠকঠোর ধনু শ্রীরাম কমলতনু
কেমনে তুলিবে ধনুক হাতে
কত শত রাজাগনে ধনুকে না দিল গুনে
কেমনে গুন দিবেন রঘুনাথে।

সীতার এমন মন　　বুঝিয়াছে দেবগন
　আকাশে হইল দৈববানী
শুনগো জনকসুতা　　না করিহ মনোব্যথা
　স্বামী হবেন রাম গুনমনি।
ফুলের ধনুকসম　　হেলায় তুলিবে রাম
　ওই রাম কমললোচন
দেবতাগনের বানী　　চিন্তা না করিহ তুমি
　কীর্ত্তিবাসের নাচাড়ি বিলক্ষন।

ধনুকের ঘরে যদি গেল নারায়ন
ধনুক তোলহ বলি বলে সর্ব্ব জন
যত২ রাজা আছেন জনকের ঘরে
এই শিশু সাহস করে মরিবার তরে।
অনুমান করেন তখন যত রাজাগন
ধনুক তোলহ বলি বলে সর্ব্ব জন।
লক্ষ্মন বলেন শুন দেব গদাধর
ধনুকখান তোলহ সভার ঘুচুক ডর।

রাম বলেন শুন দেব গাধির কোঙর
আজ্ঞা কর ধনুক তুলি হাতের ওপর।
এতেক বলিয়া রাম ধনুক নিল করে
এই ধনুকের মহিমা এতেক লোকে করে।
ধনুক ধরিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলে
ফুলধনুক ছিল যেন অতিশিশু কালে।
ধনুকে গুণ দিয়া রাম বলেন মুনির তরে
আজ্ঞা কর ধনুক ভাঙ্গি গাধির কোঙরে।
মুনি বলেন শুন রাম তুমি দেবরাজ
ধনুক ভাঙ্গিয়া তুমি ঘুচাহ সভার লাজ।
সীতার নাম লইতে রাম ধনুকে দিল টান
মড়ং হইয়া ধনু হইল দুই খান।
ওনিশ কোটি মহারাজার হরিল যে জ্ঞান
ত্রিভুবন সকল হইল কম্পবান।
জনক রাজা কহিল যে দেব গদাধরে
বাদ্য বাজনা বাজে মিথিলা নগরে।
গলে বস্ত্র দিয়া রাজা বলে সভাকারে
একে২ নিমন্ত্রণ করি বারেবারে।

রামচন্দ্রের বাসা দিল সুমন্ত মু.ার ঘরে
সুমন্তের ব্রাহ্মণী কৌশল্যা নাম ধরে।
কৌশল্যার সমান কেহ নহে ভাগ্যবান
মাসী বলিয়া যারে বলেন ভগবান।
রামচন্দ্র রহিল সুমন্ত মুনির ঘরে
বিশ্বামিত্র চলি গেল জনকের পুরে।
সীতা দেবী বন্দিলেন মুনির চরণে
আনন্দ হইল তবে জনক রাজনে।
জনক বলেন গোসাঞি করি নিবেদন
সীতা দেবীর বিভা দিব করি শুভ ক্ষন।
এ কথা শুনিয়া মুনি গাধির নন্দন
অমনি আইল যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাম যে বলেন গোসাঞি বলি তোমার তরে
আমা দোঁহা রাখ লৈয়া অযোধ্যা নগরে।
মুনি বলেন রামচন্দ্র বলিবারে চাই
বিবাহ করিয়া ঘরে যাহ দুই ভাই।

রাম বলেন আনিয়াছ বাপুর অগোচরে
আমা না দেখিয়ে বাপু না জিয়ে কি মরে।
চতুর্থ ভ্রাতাতে জন্ম লইয়াছি এক দিনে
সে ভাই এড়িয়া বিভা করিব কেমনে।
যেবা রাজা চারি ভাইকে চারি কন্যা দিব
তার ঘরে চারি ভাই বিবাহ করিব।
এই বাক্য বারি হৈল শ্রীরামের তুণ্ডে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মুনিরাজের মুণ্ডে।
দুঃখিত হয়ে গেল বিশ্বামিত্র তপোধন
জনকের কাছে গিয়া দিল দরশন।
জনক বলেন গোসাঞি করি নিবেদন
সীতা দেবীর বিভা দিব কর শুভ ক্ষণ।
বিশ্বামিত্র বলেন শুন জনক নৃপবরে
তোমার ঘরে রামচন্দ্র বিভা নাই করে।
কহিতে লাগিলেন তবে জনক রাজন
কিবা দুঃখ পাইবেন মোর দেব নারায়ন।
চারি ভাইকে যেবা রাজা চারি কন্যা দিবে
তার ঘরে রামচন্দ্র বিবাহ করিবে।

এ কথা শুনিয়া রাজা করে হেট মাতা
সীতা বই কন্যা নাই আর পাব কোথা ।
এতেক ভাবিয়া রাজা নাহি কহে কথা
সভামধ্যে ডাকি বলেন চন্দ্রমুখী সীতা ।
এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন দেব গদাধরে
এক ঘরে চারি কন্যা চারি ভায়ের তরে ।
কুশধ্বজ খুড়ার আছে দুইটি নন্দিনী
ভরত শত্রুঘ্ন তারে করুন ভাবনি ।
ছোট ভগিনী আছে ঊর্ম্মিলা নাম ধরে
তাহাকে যে বিভা করুন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধরে ।
আর কথা কহ গিয়া প্রভু রামের তরে
আমাকে করুন বিভা দেব গদাধরে ।
হরষিত হৈয়া মুনি গাধির কোঙরে
বার্ত্তা গিয়া দিল মুনি শ্রীরামের তরে ।
এক নিবেদন শুন রাম গদাধরে
চারি কন্যা দিবে জনক চারি জনার তরে ।
রাম বলেন তবে গোসাঞি করি নিবেদনে
ভাই সব এড়িয়ে বিভা করিব কেমনে ।

আমার কথা শুন ওহে গাধির কোঙরে
বিবাহ করিতে নারি বাপুর অগোচরে ।
বিভা দিতে তোমারদের যদি আছে মন
বাপুর স্থানে মনুষ্য পাঠাও এক জন ।
এতেক শুনিয়া যায় গাধির কোঙর
বার্ত্তা দিতে গেল যথা জনক নৃপবর ।
জনক আছেন আর সীতা ঠাকুরাণী
হেন কালে গেল তথা বিশ্বামিত্র মুনি ।
মুনি বলেন শুন ওহে জনক রাজন
রাজাকে আনিতে লোক পাঠাও এক জন ।
সীতা বলেন গোসাঞি করি নিবেদন
তোমা বই কে যাইবে অযোধ্যা ভুবন ।
এ কথা শুনিয়া মুনি ভাবে মনেমনে
ঘটক হৈয়া গতায়াতে বাঞ্ছা ছিল প্রাণে ।
এই সব যশ আমার ঘুষিবে ত্রিভুবনে
আমি ঘটক হৈয়া বিভা করাব নারায়ণে ।
এতেক বলিয়া মুনি করিল গমন
সিদ্ধাশ্রমেতে গিয়া দিল দরশন ।

মুনিপত্নী সুধাইছে মুনিরাজের তরে
ধনুক ভাঙ্গিল নাকি দেব গদাধরে।
মুনি কহিতেছেন তবে রামের কল্যান
শিবের ধনুক ভাঙ্গি রাম কৈল দুই খান।
সিদ্ধাশ্রম মুনি তখন পশ্চাৎ করিয়া
গঙ্গার কুলেতে মুনি উত্তরিল গিয়া।
গঙ্গাপার হৈয়া চলে গাধির কোঙর
যে খানেতে পড়িয়াছে অহল্যা পাতর।
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া
পবনের জন্মভূমি উত্তরিল গিয়া।
পবনের জন্মভূমি থুইয়া কত দুর
তাড়কার কাছে গেল গাধির কোঙর।
শরযু গঙ্গার তীরে দিল দরশন
দুরেতে থাকিয়া দেখে অযোধ্যার জন।
আসিয়া যে মুনিরাজ রাম লৈয়ে গেল
একা মুনি আসিতেছে রাম না দেখিল।
এ কথা কহিল গিয়া দশরথের তরে
আথুদথু কেশে বাহির হয় অজের কোঙরে।

কাঁদিয়ে বাহির হৈল অজের নন্দন
রাম না দেখিয়ে রাজার ওড়িল জীবন।
একা মুনিবর আইল রাম মোর কোথা
হেন বুঝি খাইলে মুনি দশরথের মাতা।
কোথা লক্ষন মোর কোথা থুইলা রাম
রামশব্দ করি রাজা হইল অজ্ঞান।
বার্ত্তা পাইয়া আইল রাজার যত রানী
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকরে বাঘিনী।
অষ্ঠ বৎসরের রাম দশ নাহি পুরে
হেন রামে খাইল রাক্ষস নিশাচরে।
কৌশল্যা আশিয়ে বৈসে মহারাজার পাশে
তুলা দিয়া নাকের দেখিছে নিশ্বাসে।
কৌশল্যা সুমিত্রা রাজাকে করে কোলে
প্রমাদ পড়িল আজি অযোধ্যা নগরে।
অষ্ঠ বৎসরের রাম দশ নাহি পুরে
হেন রাম খাইল রাক্ষস নিশাচরে।
আকুল হইল রাজা অজের কুমারে
বিশ্বামিত্র মুনি দেখি মুখে বুলা ওড়ে।

রাজাকে লইয়ে কোলে কাঁদে সর্ব্ব জন
হেন কালে আইল তথা বশিষ্ঠ ব্রাহ্মন।
বশিষ্ঠ বলে কহ তবে মুনির নন্দন
রামের কথা কহ সভার জুড়াকু জীবন।
এ কথা শুনিয়ে কহে গাধির কোঙরে
ভাল মন্দ না সুধায়ে কাঁদে কিসের তরে।
রামের বাপ বলিয়া সহিছি বারে২
আমাকে আনিত হরিশ্চন্দ্র নৃপবরে।
বশিষ্ঠ বলেন মুনি কহ বিদ্যমান
ওষ্ঠস্বরেতে ডাক বলিয়ে রাম২।
মুনি বলে আইস বাপু লক্ষ্মন ও রাম
তোমার লাগি তোমার বাপ ছাড়য়ে পরান।
এত বলিয়ে মুনি ডাকে ওষ্ঠস্বরে
গা ঝাড়িয়ে ওঠে রাজা অজের কোঙরে।
লোটায়ে পড়িল রাজা মুনির পদতলে
কোথায় লক্ষ্মন কোথা রাম গদাধরে।
মুনি বলে ওরে বেটা কাঁদিস কিকারন
পুত্রের বিক্রম কথা কর্ণ পাতে শুন।

তাড়কাকে মারিল তোর রাম নারায়ন
অহল্যার করিল রাম শাপ বিমোচন ৷
কৈবর্ত্তকে বর দিল তোর পুত্র রাম
রাক্ষস মারিয়ে মুনির কৈল পরিত্রান ৷
স্বয়ম্বর করিয়াছিল জনক নৃপবরে
ঊনিশ কোটি রাজা গিয়াছিল তার ঘরে ৷
হরের ধনুক রাম কৈল দুই খান
লক্ষ্মী অবতার কন্যা রাম পাইল দান ৷
চারি কন্যা দিবে জনক চারি ভ্রাতার তরে
পুত্রের বিভা দিতে চল অজের কুমারে ৷
এ কথা শুনিয়া রাজার আনন্দ পরান
প্রান দান দিলে প্রভু কহি রামনাম ৷
অযোধ্যা লইয়া তখন পড়ি গেল শাড়া
লক্ষ২ হস্তী সাজায় লক্ষ২ ঘোড়া ৷
নানা রূপে রথ সাজায় অতি সুশোভনে
ডাকিয়া আনিল রাজা ভরত শত্রুঘ্নে ৷
ত্বরা করি সভারে করিল নিমন্ত্রন
অযোধ্যার লোক সব করিল সাজন ৷

কত রথে চড়িলেন যতেক ব্রাহ্মন
আর রথে চড়ে রাজা লৈয়া পুত্রগান।
কৌশল্যা বলেন তখন সুমিত্রার তরে
হরিদ্রা দিতে না পাইলাম রামের শরীরে।
সুমিত্রা বলেন শুন বলি গো তোমারে
রামের পীরিতে মঙ্গল করি মোরা ঘরে।
পাইক পদাতিক রাজা নিলেক বিস্তর
যাত্রা করিয়া চলেন অজের কুমার।
রায়বার পড়ে ভাট বেদ পড়ে ব্রাহ্মন
মিথিলার এবে কিছু শুন বিবরন।
আপনি যে লক্ষ্মী দেবী মিথিলায় জন্মিল
মিথিলা নগর ধনে পুর্নিত হইল।
ঘৃত দুগ্ধের জনক করিল সরোবর
স্থানে২ ভাণ্ডার করিল মনোহর।
চালু রাশিরাশি কৈল সন্দেশ কাঁড়ি২
স্থানে২ থুইল রাজা লক্ষ২ হাঁড়ি।

এথা সৈন্যগান লৈয়া অজের নন্দন
শরযু নদীর তীরে দিল দরশন।
শরযু নদীতে রাজা কৈল স্নান দান
সেই স্থানে কৈল রাজা মিষ্ঠান্ন ভোজন।
শরযু নদীতে রাজা ওত্তীর্ন হইয়া
তাড়কার বনে রাজা প্রবেশিল গিয়া।
বিশ্বামিত্র বলে শুন অজের নন্দন
এই বনে তাড়কা বধিল নারায়ন।
এ কথা শুনিয়া বলে অজের নন্দন
তাড়কা দেখিব প্রভু তাড়কা কেমন।
তাড়কার কাছে গেল রাজা দশরথ
পঞ্চাশ যোজন পড়ি আছে আগুলিয়া পথ।
তাড়কা দেখিয়া রাজা ভাবে মনেমনে
ইহারে মারিতে নারি বানুর পরানে।
তাড়কার বন রাজা পশ্চাৎ করিয়া
পবনের জন্মভুমি ওত্তরিল গিয়া।
পবনের জন্মভুমি পশ্চাৎ করিয়া
অহল্যার আশ্রমে রাজা ওত্তরিল গিয়া।

অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া
গঙ্গার তীরেতে রাজা উত্তরিল গিয়া।
যে কৈবর্ত্তের নৌকা রাম সোনা করিছিল
দশরথের নাম শুনি নৌকা সাজাইল।
নৌকাতে যে পার হৈল যত সৈন্যগণ
সিদ্ধাশ্রমে গিয়া রাজা দিল দরশন।
রাজা বলে শুন মুনি বলি তোমার তরে
কত দূর আছে আর মিথিলা নগরে।
বিশ্বামিত্র বলে শুন অজের কুমারে
এথা হৈতে আছে আর তিন ক্রোশপরে।
মুনিপত্নী আইল দশরথে দেখিবারে
ইহার ঔরসে জন্ম নিল গদাধরে।
মুনির সিদ্ধাশ্রম রাজা পশ্চাৎ করিয়া
মিথিলার নিকটেতে উত্তরিল গিয়া।
মিথিলার নিকটেতে প্রজা সৈন্যগণ
নানা জাতি অস্ত্র খেলে বাজায় বাজন।
দূত গিয়া বার্ত্তা দিল জনক রাজারে
অনুব্রজিয়া যে নিল অজের কুমারে।

রথে হৈতে নামে রাজা অজের নন্দন
জনক সহিতে রাজা কৈল সম্ভাষন।
জনক বলেন তখন অজের কুমারে
চারি কন্যা বিবাহ দিব চতুর্থ ভ্রাতারে।
দশরথ বলে শুনি জনক রাজারে
সম্বন্ধ হইল স্থির স্ত্রী চারি কুমারে।
দুই রাজাতে তখন যে করে সম্ভাষন
বিদায় হইয়া রাজা করিল গমন।
যেই ঘরে বসিয়াছেন প্রভু রঘুনাথ
রথ চালাইয়া তথা গেল দশরথ।
বাপের শব্দ পাইয়া রাম হইল বাহির
রথে হৈতে নামি রাজা নিল রঘুবীর।
রাম লক্ষ্মন বন্দিল গিয়া রাজার চরণ
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দে প্রভু নারায়ন।
লক্ষ্মন বন্দিল গিয়া ভরতচরন
শত্রুঘ্ন আসিয়া বন্দে ঠাকুর লক্ষ্মন।
তিন ভ্রাতায় নারায়ন দেন আলিঙ্গন
সুখে পুলকিত অঙ্গ অজের নন্দন।

ঘাটেতে ওতুরে কেহ ওতুরে বা ঘাটে
কেহ রন্ধন করি যায় সরোবরের ঘাটে।
যাও২ লহ লহ এই শব্দ শুনি
অন্নে পরিপূর্ন হৈল কার্য্য যে বাখানি।
বশিষ্ঠ চলিয়া গেল জনকের ঘরে
সভা করি বসিয়াছে জনক নৃপবরে।
বশিষ্ঠে দেখিয়া রাজা করিল অভ্যার্থন
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন।
কহিতে লাগিল তখন জনক রাজন
সীতার বিবাহলগ্ন কর শুভ ক্ষন।
সভার মধ্যেতে মুনি জ্যোতিষ মেলিল
পুনর্ব্বসু কর্কটেতে কন্যা লগ্ন কৈল।
যাহাতে বিবাহ করিবেন নারায়ন
স্ত্রী পুরুষে বিচ্ছেদ নহিল কোন জন।
সেই লগ্ন করিল যে যত বন্ধু জন
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগন।

স্ত্রী পুরুষে বিচ্ছেদ নহিবে কোন কালে
কেমতে মরিবে তবে লঙ্কার ঈশ্বরে ।
আমার কথা শুন ওহে দেব পুরন্দরে
লগ্নভ্রষ্ট কর গিয়া রাম গদাবিরে ।
নাটুয়া হইয়া তবে যাও শশীবরে
নাট কর গিয়া তুমি জনকের দ্বারে ।
তোমার নাট দেখিলে ভুলিবে সর্ব্ব জন
বহিয়া যায় যেন রামের কর্কট লগন ।
লগ্ন করিয়া তখন বশিষ্ঠ মুনিবরে
বার্ত্তা গিয়া দিল মুনি দশরথের তরে ।
হরষিত হইল রাজা অজের নন্দন
চারি কন্যার তরে দিল অষ্ট অভরন ।
সহস্র ভার দধি কৈল সহস্র ভার কলা
সহস্র দধি যে লইল অধিক গুজ্জলা ।
সন্দেশের ভার লইয়া যত ভারিগন
অধিবাস করিতে চলে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মন ।
সভা করি বসেছেন জনক নৃপবরে
সেই খানে উত্তরিল বশিষ্ঠ মুনি বরে ।

দ্রব্যের ঘটক তার এক্তিলেক গিয়া
আসন করিল মুনি কুশাসন পাতিয়া।
ঘট স্থাপন করে মুনি অতি অনুপম
ওপরেতে আম্রশাখা নায়তে দূর্ব্বা ধান।
বেদের ধ্বনি করে তখন সকল ব্রাহ্মন
সীতা দেবী আনিল গিয়া করিয়া ভুষন।
বসিলেন সীতা দেবী সুবর্ন্নের পাটে
বেদমন্ত্রে দিল গন্ধ সীতার ললাটে।
চারি জনের [illegible]স করিল রাজন
বস্ত্র পরিয়া দিল আর নানা অভরন।
জলধারা দিয়া কন্যা লইলেন ঘরে
জনক রাজা যে সকল দ্রব্য যায় করে।
অধিবাসের দ্রব্য লৈয়া চলিল ব্রাহ্মন
রায়ের অধিবাস করে করি শুভ ক্ষন।
দশরথে কহে গিয়া বশিষ্ঠ মুনিবরে
অধিবাস কর রাজা চারি কোঙরে।
রাজা বলে শুন গোসাঞি বশিষ্ঠ তপোধন
যজ্ঞোপবীত নাহি হয় চারিটি নন্দন।

নান্দিতকীর্ত্তি করি রাজা চারি নন্দনে
যজ্ঞোপবীত দিল রাজা শাস্ত্রের বিধানে।
রামচন্দ্র বসিল গিয়া বাপের নিকটে
বেদ পড়ি গন্ধ দিল চারি ভায়ের ললাটে।
চারি জনের অধিবাস করিল রাজন
বস্ত্র পরিয়া দিল আর নানা অভরন।
নান্দীমুখের যেবা বীরা জিলত বিধান
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ রাজা করিল তখন।
কৌশল্যা ব্রাহ্মণী আর যত সখী লৈয়া
আনন্দ করেন সব রামকে দেখিয়া।
নান্দিতকীর্ত্তি করিল চারি সহোদরে
অঙ্গেতে পিঠালি দিল সখীরা সকলে।
তোলাজলে স্নান করে রাম গদাধরে
মঙ্গলসূতা বান্ধি দিল তাহারদের করে।
তখন মঙ্গল করি বসিল নারায়ন
বেশ বিন্যাশ করিছে যে মদনমোহন।
মাতায় বান্ধিল পাগ মঃ . মণ্ডলে
বিস্ময় মুকুট দিয়া পাঠাইল রায়েরে।

অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল বাহুতে কঙ্কন
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল সূর্য্যের কিরণ।
দিব্য বস্ত্র পরিধান ভাই চারি জন
অঙ্গেতে তুলিয়া দিল নানা আভরণ।
মাতায় মুকুট তবে বান্ধিল মুনিবরে
ক্ষত্রিরা বিভা করে চতুর্দ্দোলোপরে।
চতুর্দ্দোলের সাজন করে অতি যে রূপস
উপরে তুলিয়া দিল সুবর্ণকলস।
চারি দিগেতে দিল সুবর্ণের বারা
ঝলমল করে গজমুক্তার ঝারা।
ঠাঁই২ দিল সব গঙ্গাজল চামর
চতুর্দ্দোলের সাজন হৈল অতি মনোহর।
আপনার সাজ কৈল অজের কোঙর
গায়েতে যে সানা দিল মাতায় টোপর।
রথের উপর চড়ে হাতে ধনুঃশর
যাত্রা করিয়া যায় অজের কোঙর।
ভাটে রায়বার পড়ে [illegible]দ পড়ে ব্রাহ্মণ
বাদ্য বাজনা বাজায় না যায় গনন।

দামামা দগড় বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা
চতুর্দ্দোলে আরোহন করে চার জনা।
ঢাক ঢোল বাজিছে ডম্ফু কোটিকোটি
চারি দিগে উঠিল বীনার চটচটি।
কত ঠাঁই বাজিয়া যাইছে যোড়মানি
কাঁশি বাঁশি যত বাজে নিয়ম না জানি।
চালি পাইক যায় ঘোড়ার চিকিমিকি
কত শত সাজিয়া যায় যুঝার বানুকি।
চন্দ্র নৃত্য করিছেন জনকের দ্বারে
হেন কালে গেল তথা অজের কুমারে।
অনুবর্ত্তি নিতে আইল জনক নৃপবরে
দুই কটকে ঠেলাঠেলি বাজিল যে দ্বারে।
পুথমেতে দুই জনে লাগিছে ঠেলাঠেলি
ঠেলাঠেলি হইতে হইল গালাগালি।
চন্দ্রনৃত্য দেখিতে ভুলিল সভার মন
একত্র আইলেন পুভুর পশ্চাতে লক্ষ্মন।
তারে ঘিরিয়া রহিছে পুরোহিত ব্রাহ্মন
কন্যা সমর্পন কর জনক রাজন।

ভাল মন্দ কেহ কার না শুনে বচন
বহে গেল শুভ রায়ের পশ্চাৎ লগন।
অনেক যতনে নিয়া গেল রাম গদাবিরে
চারি ভাই রহিল ছায়া মণ্ডপের তলে।
প্রনাম করিল রাম সকল ব্রাহ্মনগনে
বস্ত্র দিল রায়ের তরে মাতায় চন্দনে।
এখন বরন করে যত নারীগন
পায়েতে যে দধি দিল মাতায় দুর্ব্বা ধান।
বরন করিয়া গেল যত সখীগন
বিবাদ বাজিল দুই পুরোহিত ব্রাহ্মন।
শতানন্দ বলে বশিষ্ঠ তোমায় কহি দড়
চন্দ্রবংশ বই সূর্য্যবংশ নহে বড়।
বশিষ্ঠ বলেন মুনি এ বুদ্ধি কেন সাজি
কহ দেখি তুমি চন্দ্রবংশের কুলজি
শতানন্দ মুনি বলে সভার ভিতরে
চন্দ্রবংশের কথা শুন মুনিবরে।
দেবতা অসুরে মথিল সাগরের পানি
ও উচ্চৈঃশ্রবে বারি হৈল লক্ষ্মী ঠাকুরানী

সগারমথনে হৈল চন্দ্র উৎপাদান
চন্দ্র যে হইল তায় সংসারেতে নাম।
চন্দ্র দেবের বেটা বুধ হৈল বলবান
আর দোসর পুত্র হৈল পুর্নবা নাম।
পুরুকৃষ্ণ নামে হইল তাহার কোঙর
শতাবর্ত্ত নামে পুত্র বিদিত সংসার।
আর্য্যাবর্ত্ত নামে হৈল তাহার নন্দন
সন্দি নামেতে তার হইল নন্দন।
বান নামে পুত্র হৈল জানে সর্ব্ব জন
রেত নামে তার পুত্র অতি বিচক্ষন।
ধ্রুব নামে তার পুত্র বিদিত মহিতলে
স্বর্গ পুত্র হৈল তার সর্ব্ব লোকে বলে।
স্বর্গ রাজার বেটা সর্ব্ব নাম ধরে
হৈহ নামে তার হইল কোঙরে।
হৈহের বেটা যে অর্জুন নাম ধরে
নিমি নামে তার পুত্র সর্ব্ব লোকে বলে।
নিমি যে বলিয়া লোক ঘোষয়ে সংসারে
মিথি যে নামেতে তাহার হইল কোঙরে।

সভে মিলিয়া রাজার শরীর থান মথি
তাহাতে জন্মিল পুত্র নাম তার মেথি।
মিথলা বলিয়া যে বসাইল নগর
জনক কুশধ্বজ হৈল তাহার কোঙর।
বশিষ্ঠ বলেন তোমার কথা শুনি সর্ব্বজন
আমি কথা কহি তবে তাহে দেহ মন।
আদি পুরুষ হইল যে নাম নিরঞ্জন
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিন জন।
তিন পুত্র হইল যে কন্যা একখানি
কন্দনী বলিয়া নাম সভাই বাখানি।
ব্রতকার মুনির পুত্র বিনানারদ জানি
তাহাকে যে বিভা দিল কন্দনী ভগিনী।
সভে গীত গায় নারদ বাজায় বেনু
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম তার বেনু।
তাহা বিভা দিল সেই জমদগ্নি বরে
এক অংশে নারায়ন জন্মিল তার ঘরে।

ব্রহ্মার কাছেতে পড়িয়া গেল বীচ
তাহাতে জন্মিল পুত্র নাম তার মারীচ।
মারীচের বেটা হৈল কশ্যপ নাম বীরে
তাহার বেটা হৈল সূর্য্য বিদিত সংসারে।
সূর্য্যের বেটা হৈল মনু তার নাম
মনু নাম বলিয়ে তার হইল বাখান।
মনুর বেটা হইল অজানু নাম বীরে
তাহার বেটা সুসেন হৈল বিদিত সংসারে।
সুসেনের বেটা জীবঘোষ নাম বীরে
জীবঘোষ রাজা হৈল অযোধ্যা নগরে।
জীবঘোষ রাজার যে কি কহিব কথা
তাহার জন্মিল পুত্র নাম যে মান্ধাতা।
মান্ধাতার পুত্র হৈল মুকুন্দ নাম
ইন্যামারি তার বেটা অতি অনুপম।
তাহার বেটা হইল যে ইলা নাম বীরে
তাহার বেটা শতাবর্ত্ত অযোধ্যা নগরে।
আর্য্যাবর্ত্ত নামে তার হইল নন্দনে
ভরত নামে তার বেটা জানে সর্ব্ব জনে।

ভরত রাজার আর কি কব বাখান
যাহাতে পৃথিবীতে হৈল ভারত পুরান ।
তাহার পুত্র হইল ইক্ষাকু নরপতি
বশিষ্ঠে ব্রাহ্মন কৈল সুমন্ত্রে সারথি ।
ভুবির নামে তাহার হইল কোঙরে
মান্ধা নামে তার পুত্র অযোধ্যা নগরে ।
মান্ধার বেটা হৈল দণ্ড নাম ধীরে
পুজার ঝি বহুকে বলাৎকার করে ।
তাহার বেটা হৈল হরিত নাম ধীরে
হরিবীজ তার বেটা বিদিত সংসারে ।
হরিবীজে রাজা করেন পরম আনন্দ
তাহার পুত্র হইল নাম হরিচন্দ্র ।
যার স্থানে দান নিয়াছে গাধির নন্দন
আপনি বিকাইয়া তার সুধিল কাঞ্চন ।
হরিশ্চন্দ্র রাজ্য করেন মনের উল্লাষ
তাহার পুত্র হইল যে নামে রুহিদাস ।
রুহিদাসের বেটা মৃত্যুঞ্জয় নাম ধীরে
ত্রিশঙ্কু তাহার বেটা বিদিত সংসারে ।

তাহার বেটা রুক্মাঙ্গদ অযোধ্যায় বসি
দ্বাদশ বৎসরের কালে করে একাদশী।
রুক্মাঙ্গদের বেটা ধর্ম্মাঙ্গদ নাম ধরে
মরুত নামে তাহার যে হইল কোঙরে।
অনারণ্য তাহার বেটা জানে সর্ব্ব জন
তাহাকে মারিয়া গেল লঙ্কার রাবন।
তাহার বেটা হইল যে বাহু নৃপবরে
সগর তাহার বেটা পুজে মহেশ্বরে।
অশ্বমঞ্জা নামে তাহার হইল কোঙরে
তাহার বেটা অংশুমান বিদিত সংসারে।
অংশুমান রাজা রাজ্য করেন কৌতুকে
অংশুমান রাজা মৈল আর নাহি থাকে।
ভগীরথ তাহার বেটা অযোধ্যা নগরে
গঙ্গা আনি উদ্ধারিল সকল সংসারে।
বিতপত নামে তার হইল কোঙরে
বিকর্ণ তাহার বেটা অযোধ্যা নগরে।
তাহার বেটা হইল অম্বর্ষি যে রাজন
দ্বিলীপ তাহার বেটা জানে সর্ব্ব জন।

দিলীপের বেটা রঘু বড় বলবান
রঘুবংশ বলি যার বংশের বাখান ॥
রঘুর বেটা অজ সেই বড় বলবান
তাঁর বেটা দশরথ দেখ বিদ্যমান ॥
দশরথ রাজা দেখ অতি অনুপম
তাহার পুত্র দেখ এই দেবতা শ্রীরাম ॥
এতেক বশিষ্ঠ মুনি বলিল সভাকে
শুনি সতানন্দ মুনি হাত দিল নাকে ॥
গলায় বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন
তোমার পুত্রে কন্যা দিয়া লইলাম শরন ॥
দশরথ রাজা বলে জনক রাজারে
শরন লইলাম দিয়া চারি কোঙরে ॥
দুই রাজা শুতি তবে কৈল সম্ভাষন
কন্যা আন২ বলে যত বন্ধু জন ॥
নানা বেশ ভুষা করেন যত সখীগনে
বেশ করিল লক্ষ্মী যোহিতে নারায়নে ॥

মাতায় কেহ কেহ দেয় আমলকী
তোলা জলে স্নান যে করিল চন্দ্রমুখী।
চিরুনিতে কেশের করে জলের মার্জ্জন
অংগে২ অভরন দিতেছে তৎক্ষণ।
কপালে তুলিয়া দিল নির্ম্মল সিন্দুর
বাল সুর্য্যসম তেজ দেখিয়ে প্রচুর।
নাকেতে বেসর দিল মুকুতা হিল্লোলে
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে।
চঞ্চল নয়ন মেলি কজ্জলের রেখা
কামের কামান যেন গুন পলিতেকা।
গলায় তুলিয়া দিল হার ঝিলিমিলি
বুকেতে তুলিয়া দিল সোনার কাঁচলি।
ওপর হাতেতে তুলি দিল সোনার তাড়
অংগে অভরন দিয়া ভুষিল অপার।
দুই বাহু শংখ্যে পরেন অতি বিলক্ষন
শংখ্যের ওপর সাজে সোনার কঙ্কন।
বস্ত্র যে পরিল সভে সুন্দর প্রচুর
দুই পায়ে তুলি দিল বাজন নুপুর।

সুবর্ন আসনে বসিলেন রুপবতী
চারিদিগে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি।
চারি ভগ্নীতে বেশ করিল বিলক্ষন
শুভ ক্ষনে মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন।
অন্তঃপট নাই বরের মুখে স্থান
রামের চরনে গিয়া করিল প্রনাম।
অঞ্জলি পুষ্প দিয়া নমস্কার করে
সপ্ত প্রদক্ষিন কৈল রামের পদতলে।
অন্তঃপট ঘুচাইল যত বন্দু জন
লক্ষ্মী নারায়নে হইল শুভ দরশন।
সীতা লইয়া সভে লৈয়া যায় পানি
লক্ষ্মী নারায়নে দোঁহে হৈয়াছে মেলানি।
জলধারা দিয়া কন্যা বর লৈল ঘরে
সোয়াইল লৈয়া লক্ষ্মী অন্ধকার ঘরে।
বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সখীগন
ষষ্ঠীর পূজা করুন রাম নারায়ন।
হাতে খরি আনাইল রাম নারায়নে
সীতার হাতে খরি তোল বলে বন্ধু জনে।

মনেতে ভাবিলেন তখন সীতা ঠাকুরানী
পায়ে হাত দেন পাছে রাম গুনমনি।
বাম হাতের শঙ্খ করেন ঝনঝনি
হাতেতে ধরিয়া তোলেন রাম রঘুমনি।
স্ত্রী লোকের পরিহাস করে সেই ঠাঁয়ে
কেহ বলে হাতে ধরে কেহ বলে পায়ে।
পূর্ব্বাপর বর কন্যা আইল দুই জনে
কন্যা দান করে রাজা বিবিধ বিধানে।
কন্যা দান করে রাজা বিবিধ প্রকারে
পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে।
দাস দাসী অনেক রাজা দিল নৃপবরে
জলধারা দিয়া কন্যা বর লইল ঘরে।
রাজা রানী গিয়া ঘরে করিল রন্ধন
কন্যা বর দুই জনে করিল ভোজন।
বাসর ঘর সাজাইল যত সখীগন
রাম সীতা বাসর ঘরে বঞ্চিল দুই জন।
ঊর্ম্মিলার সহিত আছেন ঠাকুর লক্ষ্মন
মস্তবীর সহিত আছেন ভরত বিচক্ষন।

শ্রুতিক্কার সহিত যে আছেন শত্রুঘ্ন
বাসর বঞ্চিল রাম লক্ষ্মন চারি জন।
আনন্দ হইল সব মিথিলা ভুবন
রামকে দেখিতে যায় যত নারীগন।
পরিহাস করে স্ত্রী লোক শ্রীরামের তরে
তোমার যে রূপ শ্রীরাম সীতার সোসরে।
এক কথা আমরা রাম তোমাকে কহি ভাল
সীতা বড় সুন্দরী হে তুমি বড় কাল।
হাসিয়া বলেন রাম কমললোচন
আমা হইতে সুন্দর বটে ভাইত লক্ষ্মন।
পরিহাস বুঝিয়া বলিবা মাত্র ধায়
রামকে এড়িয়া লক্ষ্মনের ঠাঁই যায়।
যেখানে বসিয়াছেন ঠাকুর লক্ষ্মন
সেখানে চলিয়া গেল যত সখীগন।
গলায় বস্ত্র দিয়া বলেন লক্ষ্মন শুনয়নি
রামকে পরিহাস করে সে মোর জননী।
লজ্জাযুক্ত হইয়াত যত সখীগন
পুনর্ব্বার গেল যথা আছেন নারায়ন।

রাত্রিতে বঞ্চিল রাম কমললোচন
প্রাতঃকালেতে হইল সুর্য্যের কিরন।
প্রাতঃকাল হইল যে প্রভুয় বিহনে
সভা করি বসিলেন যত বন্ধু জনে।
আনন্দবাদ্য বাজে তখন জনকভুবনে
বিদায় মাগিল গিয়া বশিষ্ঠ ব্রাহ্মনে।
এ কথা শুনিয়া বলে জনক নৃপবর
রাম আর সীতা থাকুক এথা এক বৎসর।
আসিয়া বলেন তবে অজের নন্দন
শরীর লইয়া যাইক্কি রাখিব জীবন।
গলায় বস্ত্র দিয়া তখন বলেন রাজন
সভে হে আমার ঘরে করিবে ভোজন।
ভাল২ বলিয়া বলেন অজের কোঙরে
সভে ভোজন আজি যে করিব তোমার ঘরে।
রাজরানী ঘরে গিয়া করেন রন্ধন
এক অন্ন হইল আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
স্নান করি আইল যত সব রাজাগন
আনন্দিত হৈয়া সভে করেন ভোজন।

ভোজন করিল রাম পরম হরিষে
দধি দুগ্ধ দিল রাজা ভোজনাবশেষে।
আচমন করিয়া সভে বসিল আসনে
কর্পূর তাম্বুল দিল করিতে ভোজনে।
সেই রাত্রি বঞ্চিল রাম জনকের ঘরে
প্রাতঃকালে বিদায় মাগে অজের কোঙরে।
রাম সীতা চতুর্দ্দোলে করিল আরোহন
ভাটে রায়বার পড়ে বেদ পড়ে ব্রাহ্মন।
গায়েতে যে সোনা দিলেন যাঁতায় টৌপর
রথের উপরে চড়ে হাতে ধনুঃশর।
চারি পুত্রবধূ গিয়া চাপিল চতুর্দ্দোলে
বাদ্য করিয়া চলে অজের কোঙরে।
দেবরথে চাপিলেন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মন
চতুর্দ্দিগেতে রাজা দেখেন অলক্ষন।
রাজা বলে শুন গোসাঞি বসিষ্ঠ ব্রাহ্মন
বসিষ্ঠ বলেন শুন রাজা অজের নন্দন।
চারি পুত্র চারি দিগে দেখ বিদ্যমান
কি করিতে পারে তোমা এ সব অলক্ষন।

বাদ্যের যে মহাশব্দ উঠিল আকাশ
শুনিয়া পরশুরামে লাগিল তরাসে।
মিথিলাতে শুনি কেন বাদ্যের বাজন
হেন বুঝি সীতাকে বিভা কৈল কোন জন।
মনে২ যুক্তি করে মুনির কোঙর
ওথা রাম সীতা বিদায় করে নৃপবর।
রাজা তবে সীতাকে যে কৈল গিয়া কোলে
লক্ষ২ চুম্ব দিল বদন কমলে
বিস্তর দুঃখে তোমাকে যে করিলাম পালন
বারেক মিথিলা বলি করিহ স্মরণ।
লোপামুদ্রা পুছিলাম অনেক শকতি
রামের সেবা করিবে যে পাইবে মুকতি।
শিক্ষাইলাম তোমাকে যে বিবাহের কালে
স্বামীর সেবা সীতা নাহি ছাড় কোন কালে।
ঝিয়ারি বহুরি সব দিল দরশন
গলায় ধরিয়া সভে যুড়িল ক্রন্দন।
আমা সভা এড়িয়া যে যাহ কোথাকারে
তোমাকে মিলিল স্বামী দেব গদাধরে।

রাম সীতা বিদায় করি জনক রাজন
ব্রাহ্মণেরে দিল রাজা বহুমুল্য ধন।
হাতে ধনুক্কে আসিতেছে মুনির কোঙর
রহ২ বলিয়াত ডাকিছে সত্বর।
খাণ্ডা টাঙ্গি পরশু তখন হাতে করিয়া
না পলাইহ২ ধনুক ভাঙ্গিয়া।
এতেক বলিল যদি মুনির কোঙরে
দশরথ রাজার তখন মুখে ধুলা ওড়ে।
এক হাতে ধরিল রাম আর হাতে লক্ষ্মণ
মুনির চরণে নিয়া দিল ততক্ষণ।
মুনি বলে দশরথ বলি তোর তরে
ধনুক ভাঙ্গিল কেবা জনকের ঘরে।
এ কথা শুনিয়া বলেন দেবতা শ্রীরাম
আমি হাতে ধরিয়া ভাঙ্গেছি ধনুক খান।
এ কথা শুনিয়া বলেন তখন পরশুরাম
আমার সমান করি মুনি পুত্রের নাম।

আমিত পরশুরাম বিদিত মহীতলে
এমন জন আছে কে যে রাম নাম ধরে।
এ কথা শুনিয়া বলেন রাম নারায়ন
দোষ ক্ষমা কর তুমি তপস্বী ব্রাহ্মন।
এ কথা শুনিয়া বলেন মুনির নন্দন
এমন কথা কহ তুমি তপস্বী ব্রাহ্মন।
পৃথিবী নিঃক্ষত্রি করিলাম তিন শতবার
আমি পরশুরাম নাম মুনির কোঙর।
আমাসমান করি থুইস পুত্রের যে নাম
খাণ্ডায় কাটিয়া আজি করিব দুই খান।
এমন কথা কহ তুমি তপস্বী ব্রাহ্মন
দশরথ রাজার তবে গুড়িল জীবন।
কাতর হইয়া বলেন অজের নন্দন
ক্রোধ যে করিয়া বলেন ঠাকুর লক্ষ্মন।
শান্ত হইয়া কথা কহ মুনির নন্দন
গুরুর দিক্ষা পাইয়াছি কাটিতে দুষ্ট ব্রাহ্মন।
এতেক বলিল যদি লক্ষ্মন ধনুর্দ্ধর
কুপিলত ভৃগুরাম মুনির কোঙর।

জীর্ণ ধনুক ভাঙ্গিল দেখিল সর্ব্ব জন
আমার ধনুকে রাম তুলে দেও গুণ।
এতেক বলিল যদি মুনির নন্দন
সীতা দেবীর হইল তখন নম্র যে বদ . .
এক ধনুক ভাঙ্গিল যে দেব গদাধরে
চারি কন্যা বিভা কৈল চারি সহোদরে।
আরবার ধনুক আনিল ভৃগু মুনি
না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী।
ধনুক খান ভৃগুরাম দিল বড় দাপে
মরেত মরুক বেটা ধনুকের চাপে।
ধনুক খান দেখিয়াত দেব রঘুনাথে
হাসিয়া ধনুক রাম ধরে বাম হাতে।
ধনুক ধরিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলে
ফুলধনু ছিল যেন পাঁচ বৎসরের কালে।
রাম বলেন শুনরে লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধরে
এই ধনুকের মহিমাত এতমুনি করে।
রাম বলেন শুন ওহে মুনির কোঙর
ধনুক যদি দিলে তবে দেহ এক শর।

সুবুদ্ধি যে ভৃগুরামে কুবুদ্ধি লাগিল
রঘুনাথের হাথে তখন শর যোগাইল।
যেই রঘুনাথের তরে শর যোগাইল
আপনার তেজ রাম সকা। হরল।
আপনার তেজ তখন লইলেন রাম
কেবল মুনির পুত্র হইল ব্রাহ্মন।
রাম বলেন শুন ওহে মুনির নন্দন
ধিনুকেতে গুন দিব কিসের কারন।
তোমার ধিনুকে যদি গুন দিতে পারি
তোমার ধিনুক বানে তোমার তরে মারি।
আমার ধিনুকে যদি গুন দিতে পার
আমরা ধিনুক বানে আমার তরে মার।
রাম বলেন শুন হে লক্ষ্মন ধিনুর্দ্ধরে
বল ধিনুকে গুন দিই সভার ভিতরে।
লক্ষ্মন বলেন শুন ওহে দেব গদাধির
ধিনুকেতে গুন দেও সভার ঘুচুক ডর।
এ কথা শুনিয়া রাম হইল কৌতুকে
ধিনু নোওাইয়া গুন দিলেন ধিনুকে।

ধীনুক টঙ্কার গিয়া উঠিল গগন

পাতালে বাসুকি কাঁপে স্বর্গে দেবগন।

পাতালে বাসুকি বলে দেব রঘুবীর

ধীনুক খান তোল মোর বুক হয় স্থি: .

লক্ষ্মন বল্লেন শুন দেবতা শ্রীরাম

ধীনুক খান তোল বাসুকি পাউক পরিত্রান

এই কথা শুনিয়াত দেব রঘুনাথে

হাস্যিয়া যে ধীনুক খান তোলে বাম হাতে।

রাম বলেন শুন ওহে মুনির নন্দন

তোমারে না মারিব ব্রহ্মবধের কারন।

আমার কথা শুন তুমি মুনির তনয়

তোমারে মারিলে মোর ব্রহ্মবধ হয়।

অব্যর্থ বান আমার হইবে কেমন

স্বর্গ পথ রুধি কিবা পাতাল ভুবন।

যে আজ্ঞা করিয়া বলে মুনির নন্দন

যোড়হাত করি ভৃগু [illegible] নিবেদন।

ধর্ম্ম থাকিলে স্বর্গ পায় নাহি হয় আন

স্বর্গপথ রুদ্ধ কর দেব ভগবান।

এ কথা শুনিয়া তবে দেব রঘুনাথ
ভৃগুরায়ের প্রভু যে বন্দিল স্বর্গপথ।
যোড়হাতে বলে আমি হইলাম ব্রাহ্মণ
তপস্যা করিতে মুনি করিল গমন।
দশরথ রাজার যে জুড়াল পরান
আনন্দিত হৈল রাজা অজের নন্দন।
পুত্র বলিয়া রাম লক্ষ্মন কৈল কোলে
লক্ষ২ চুম্ব দিল বদন কমলে।
রাজা বলেন শুন ওহে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ
বাদ্য বাজনায় আর নাহি প্রয়োজন।
চতুর্দোলেতে প্রভু করিল আরোহন
দেশের ভরে সভে তখন করিল গমন।
সিদ্ধাশ্রমেতে রাম দিল দরশনে
প্রনাম করিল সভে মুনির চরনে।
মুনির পত্নী আইল শ্রীরাম দেখিবারে
রাম সীতা দেখে তারা হরিষ অন্তরে।
ধন্য জননী ইহার ধন্য ইহার পিতা
যেমন গুনের রাম তেমন গুনের সীতা।

সিদ্ধাশ্রম মুনির তবে পশ্চাৎ করিয়া
গঙ্গার তীরেতে রাজা ওত্তরিল গিয়া।
গঙ্গাজল পার হৈল যত লোক জন
অহল্যার তপোবনে দিল দরশন।
অহল্যার তপোবন পশ্চাৎ করিয়া
পবনের জন্মভূমি ওত্তরিল গিয়া।
পবনের জন্মভূমি করিয়ে ত্যাজন
তাড়কার বনে গিয়া দিল দরশন।
তাড়কার তখন বন পশ্চাৎ করিয়া
শরযু গঙ্গার তীরে ওত্তরিল গিয়া।
গ্রাম প্রদক্ষিন করে অজের নন্দন
গ্রামের নিকটে গিয়া বাজায় বাজন।
হরষিত হৈল লোক কৌশল্যা ঠাকুরানী
ডাক দিয়া আনিলেন সকল সতিনী।
সীতার হাতেতে সোনার কঙ্কন দিয়া
পুত্রবধু ঘরে নিল জলধারা দিয়া।
কেকয়ী আইলেন হরষিত হৈয়া
পুত্রবধু ঘরে নিল জলধা দিয়া।

সুমিত্রা আইলেন হরষিত হৈয়া
পুত্রবধূ ঘরে নিল জলধারা দিয়া।
হরষিত হৈল রাজা অজের নন্দন
রাজরাণী ঘরে গিয়া করিল রন্ধন।
এক অন্ন করিল আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন
ভোজন করিতে বৈসে যত রাজাগন।
ভোজন করিল সভে পরম হরিষে
দধি দুগ্ধ দিল তবে ভোজনের শেষে।
আচমন করিয়া বৈসে যত রাজাগন
কর্পূর তাম্বুল দিল করিতে ভক্ষণ।
বিদায় হইয়া দেশে গেল যত রাজাগন
অযোধ্যাতে রহিলেন লক্ষ্মী নারায়ণ।
কীর্ত্তিবাসের কথা অমৃতসমান
এত দূরে আদ্য কাণ্ড হৈল সমাধান।